আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল-এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।

সূরা আল ইমরান ৬১

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ বুধবার ॥ ০৫ আগস্ট ২০২৬ ॥ ২১ সফর ১৪৪৮ ॥ ২১ শ্রাবণ ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৬৪ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

পুঞ্জীভূত ক্ষোভের অপ্রতিরোধ্য বহিঃপ্রকাশ গণ-অভ্যুত্থান: রাষ্ট্রপতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে দেড় দশকের দুঃশাসন, বৈষম্য, সীমাহীন দুর্নীতি, শোষণ, গুম-খুন, দলীয়করণ; গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ২ এর পাতায় দেখুন

হাজারো প্রাণের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি: প্রধানমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দুই বছর আগে গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের দিনটিকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে উল্লেখ ২ এর পাতায় দেখুন

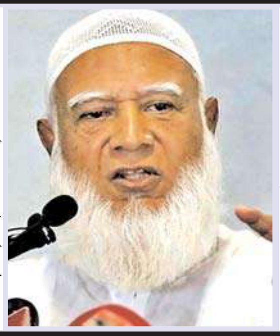

জুলাইকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জুলাই বিপ্লবের ২ এর পাতায় দেখুন

বিদ্বেষমূলক না হলে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারে আইনগত বাধা নেই

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিদ্বেষমূলক না হলে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারে আইনগত বাধা নেই বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ২ এর পাতায় দেখুন

আজ লেডি হিটলারের পলায়নের দিন

মাহমুদ ইউসুফ

বঙ্গের এই জনপদে, এই মৃত্তিকায় বার বার বহিঃশত্রুরা হানা দিয়েছে। রক্ত ঝড়িয়েছে। সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। লুটতরাজ করেছে, পাচার করে নিয়ে গেছে। লিসবন, দিল্লি, কলকাতা, আরাকান, লন্ডন, ম্যানচেস্টার বাংলার সম্পদে সমৃদ্ধবান হয়েছে। বলবান হয়েছে। ভিনদেশি আগ্রাসিরা যুগে যুগে অরাজকতা চালিয়ে সোনার বাংলাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলায় রূপান্তর ঘটায়। তবে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো গত ১৫ বছর হাসিনাৎসি সরকারও তাই করেছে। বরং বহিঃশত্রুদের থেকেও বেশি বাড়াবাড়ি করেছে লিগ দস্যুরা। মাৎস্যন্যায়লিগের দীর্ঘ অপরাজনীতি শেষে ২০২৪ সালে ঘটে এক মহাঅভ্যুত্থান। সেই গণঅভ্যুত্থানে গণরোষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় ইতিহাসের নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক লেডি হিটলার খ্যাত ড. শেখ হাসিনা। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে লেডি ফেরাউন বলে অভিহিত করেন। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠার লিড নিউজ: জুলাই -আগস্টে লেডি হিটলারের নৃশংস গণহত্যা, হাসিনার বুলেটে শহিদ ১৫৮১। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর ২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে আসে এসব তথ্য। সংগঠনটির ওয়েসাইটে ৫৪ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও তাঁর নেতাকর্মীদের বুলেটে ১৫৮১ জন শহিদ হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছিল শিশু। ... ২০০৯ সালে হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে রাজনৈতিক আন্দোলন দমন ও ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠরোধ করে জোর করে ক্ষমতায় থাকার জন্য গুম-খুনকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে দেশে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। হাসিনার ক্ষমতার শেষ পাঁচ মাসেও অন্তত ২০ জনকে গুম করা হয়েছিল। এদিকে ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনে নির্বিচারে হত্যা এবং ১৫ বছরের শাসনামলে গুম-খুনের শিকার এবং ছাত্র-জনতার বিপ্লবে হতাহতের পরিবারের সদস্যরা হাসিনার এমন শাসনকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করছেন। হাসিনাকে 'লেডি হিটলার' আখ্যায়িত করে তারা বলেন, 'স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতা নিয়েই দেশ ধ্বংসের পরিকল্পনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় সাড়ে ১৫ বছর ধরে ফ্যাসিস্ট হাসিনা হিটলারের চেয়েও বেশি অত্যাচার করেছে।' ... আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংস হামলা চরম আকার ধারণ করলে স্থানীয় সাধারণ জনগণ, এমনকি শ্রমিক ও রিকশাচালকরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের এই সময় আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি করে। জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় হাসিনা সরকার। আইন প্রয়োগকারী ২ এর পাতায় দেখুন

আট সরকারি কলেজে শীর্ষ পদ শূন্য

অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ শূন্যতায় ধুঁকছে বরিশালের উচ্চশিক্ষা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল অঞ্চলের সরকারি কলেজ ও শিক্ষা প্রশাসনে চরম অভিভাবকহীনতা ও প্রশাসনিক স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে শুরু করে বিভাগটির শীর্ষ সারির সরকারি কলেজগুলোতে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এমনকি পরিচালক ছাড়াই চলছে মাউশি অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়। বরিশাল অঞ্চলের শিক্ষা প্রশাসনের অভিভাবক খ্যাত মাউশি অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়টি দীর্ঘ ৭ মাস ধরে সম্পূর্ণ পরিচালকবিহীন অবস্থায় চলছে। গুরুত্বপূর্ণ এই পদে কোনো স্থায়ী কর্মকর্তা না থাকায় পুরো অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি, শিক্ষকদের ফাইল প্রক্রিয়াকরণ ও দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। বরিশাল বিভাগের বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী ও জাতীয়করণকৃত সরকারি কলেজ বর্তমানে অধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে। এর মধ্যে রয়েছে বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ জাতীয়করণকৃত সরকারি পিসি কলেজ, রাজাপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ (জাতীয়করণ) শিকারপুরে অবস্থিত সরকারি শেরে বাংলা ডিগ্রি কলেজ (জাতীয়করণ) ও সরকারি গৌরনদী কলেজ। শুধু অধ্যক্ষই নয়, উপাধ্যক্ষ পদেরও একই চিত্র। কলেজের সার্বিক শৃঙ্খলা ও একাডেমিক দেখভালের দায়িত্ব থাকা উপাধ্যক্ষ পদের ২ এর পাতায় দেখুন

গণঅভ্যুত্থানের সফলতাকে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টাকারীরা দেশ ও গণতন্ত্রের শত্রু

— রহমাতুল্লাহ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সফলতাকে যারা কুক্ষীগত করার অপচেষ্টা করেছে, তারা দেশ ও গণতন্ত্রের শত্রু বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নের বড়চাউলাকাঠী গ্রামের সন্তান ও ছাত্রদল নেতা জুলাই শহীদ তাহিদুল ইসলামের কবর জিয়ারত শেষে তিনি এসব কথা বলেন। রহমাতুল্লাহ বলেন, ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করার আন্দোলন। এ আন্দোলনে দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ ২ এর পাতায় দেখুন

ছুটির ঘোষণা

আজ ৫ আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার সংবাদ বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই আগামীকাল পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। ৭ আগস্ট থেকে যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

- নির্বাহী সম্পাদক

ঝালকাঠিতে আমুর বাড়ি: রাজনীতির কেন্দ্র এখন ময়লার ভাগাড়

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয় আওয়ামী লীগের একসময়ের প্রভাবশালী নেতা ও সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর বাড়িটি। ঝালকাঠি শহরের রোনালসে সড়কের সেই বাসভবনটি দুই বছর ধরে পরিত্যক্ত। একসময় আওয়ামী রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ভবনটি এখন পরিণত হয়েছে ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে। সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, ভবনের বিভিন্ন অংশে এখনো ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের চিহ্ন স্পষ্ট।দরজা-জানালা ভাঙা, দেয়ালের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভবনের ভেতরে-বাইরে জমে আছে ময়লা-আবর্জনা। আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ। বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে দেখা যায়, এখানে-সেখানে মাদক সেবনের ব্যবহৃত কিছু সরঞ্জাম পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিত্যক্ত ভবনটি মাদক সেবনসহ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্থানে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, গত মে মাসে রাতে কে বা কারা ভবনের প্রধান ফটক ও সামনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ টিন দিয়ে ঘিরে দেয়। পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীরা ওই টিনের বেড়া অপসারণ করেন। ওই সময় লোহার প্রধান গেটের একটি অংশ কেটে ভেতরে ঢোকেন তাঁরা। সেখানে দুটি ব্যানার টানানো হয়। ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন; ৪ জনকে ১ মাসের কারাদণ্ড

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালে গভীর রাতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৎপরতায় কীর্ত্তনখোলা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ৪ জনকে এক ১ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার দিবাগত রাতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ঘটনাস্থলে থাকা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হাসিবুর রহমান সিফাত জানান, দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র অবৈধভাবে ড্রেজারের মাধ্যমে বালু উত্তোলন করে আসছিল। তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনকে জানালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা ২ এর পাতায় দেখুন

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে পিপিদের নির্দেশ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের দায়ের করা মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দেশের সব জেলা ও মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটরদের (পিপি) নির্দেশ দিয়েছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) আইন ও বিচার বিভাগ থেকে দেশের সব জেলা ও মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটরদের কাছে এ নির্দেশনা পাঠানো হয়।

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক

সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)

বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:

01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেট 01717-488083

বাকেরগঞ্জ ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের সাথে এমপির মতবিনিময়

মনিরুল ইসলাম বাকেরগঞ্জ

বাকেরগঞ্জ উপজেলার অবস্থিত মসজিদ সমূহের ইমাম মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের সাথে মতবিনিময় সভা ৪ আগস্ট মঙ্গলবার বিকাল তিনটা বাকেরগঞ্জ উপজেলা অডিট্রিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন খান মাননীয় সংসদ সদস্য বরিশাল- ৬ বাকেরগঞ্জ সভাপতি ছিলেন মিল্টন চন্দ্র পাল নির্বাহী অফিসার বাকেরগঞ্জ উপজেলা। অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন ইউনিয়নের ইমামগণ। প্রধান অতিথি মাননীয় এমপি তার বক্তব্যে ইমামদের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন এবংআইন শৃঙ্খলা সহ সন্ত্রাস চাঁদাবাজ এবং মাদক এর ব্যাপারে ও বাল্যবিবাহের ব্যাপারে ইমামদের ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ করেন। যাতে করে সমাজ ও দেশ মানুষের সেবা করা যায় তার গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইমামদের সম্মান ভাতা দিবার কথা বলেন ইমামদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও সমাজ সংস্কারের জন্য তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার এমপি কর্তৃক একে স্কুলের দুটি নতুন ইমারত ভবন শহীদ আলাউদ্দিন ও শের-ই- বাংলা ভবন ভিত্তিপ্রস্তর ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে ভেঙে ফেলায় নতুন করে স্থাপনের নামফলকের শুভ উদ্বোধন শেষে দোয়া-মোনাজাতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ -কীর্তনখোলা

দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক

০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

চাই আইনের সঠিক প্রয়োগ

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবারজগতে অপরাধ। দিন দিন নতুন প্রযুক্তি যেমন আসছে, তেমনি বদলে যাচ্ছে অপরাধের ধরনও। এই পরিস্থিতিতে পাস হওয়ার মাত্র তিন মাসের মাথায় আবারও 'সাইবার সুরক্ষা আইন' সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। উদ্দেশ্য একটিই সাইবার পরিসরে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনা। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ ৪০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের মতো কঠোর বিধান রাখা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইন দুনিয়ায় কী না হচ্ছে! ব্যক্তিগত আক্রোশ, ব্ল্যাকমেইলিং অথবা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এক শ্রেণির অপরাধী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে মুহূর্তেই একজনের বিকৃত ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। চরিত্র হনন করা হচ্ছে। গুজব তৈরি করে হামলা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারের তথ্য বলছে, বর্তমানে প্রাপ্ত মোট অভিযোগের মধ্যে ৪৫.৫১ শতাংশই অনলাইন প্রতারণা। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে অনলাইন হয়রানি, যার হার ২৯.১৪ শতাংশ। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট হ্যাকিংয়ের অভিযোগ ৬.১৪ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এমন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশোধন প্রয়োজন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, সংশোধনীতে 'গুজব', 'অপতথ্য', 'ভুয়া প্রতিপন্ন' ও 'মানহানি'-এর চারটি শব্দকে অপরাধের সংজ্ঞায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থাকে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। গুজবের সংজ্ঞায় বলা হয়এমন কোনো অসমর্থিত বা অযাচাইকৃত তথ্য, সংবাদ বা দাবি, যা জনমনে বিভ্রান্তি, আতঙ্ক, উত্তেজনা বা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে অথবা অস্থিরতা তৈরি করার ঝুঁকি থাকে। অপতথ্য হলো এমন কোনো মিথ্যা, বিকৃত বা বিভ্রান্তিকর তথ্য, যা ব্যক্তি, জনসাধারণ, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে বিভ্রান্ত, প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রস্তুত, প্রকাশ বা প্রচার করা হয়। ভুয়া এআই ও ডিপফেক প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে অডিও, ভিডিও, স্থিরচিত্র, গ্রাফিকস কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তৈরি কোনো কনটেন্টের মাধ্যমে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন বা মানহানি করা হলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। বর্তমান সময়ে সাইবার সুরক্ষার বিষয়টি সবার জন্য অপরিহার্য। একই সঙ্গে বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীলও বটে। অতীতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। বিশেষ করে সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও সচেতন নাগরিক সমাজে এ নিয়ে উদ্বেগ দেখা গেছে। অভিযোগ ছিল, সাইবার অপরাধ দমনের নামে স্বাধীন মত প্রকাশ, সাংবাদিকতা এবং ভিন্নমত দমনে আইনের অপপ্রয়োগ করা হয়। সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের সভাপতি কাজী মুস্তাফিজ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দেশে আইনের অভাব নেই, অভাব শুধু কার্যকারিতার। মনে রাখা প্রয়োজন, আইন তৈরির মূল উদ্দেশ্য মানুষকে শুধুই শাস্তি দেওয়া নয়; বরং কোনটি অপরাধ, তা জানিয়ে এর থেকে দূরে রাখা। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের বেশির ভাগ প্রচলিত আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কিছুই জানে না।' আমরা মনে করি, ইন্টারনেটনির্ভর এই যুগে নাগরিকদের ডিজিটাল জীবনের নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার রক্ষা করাই আইনের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। একই সঙ্গে সবার জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা এখন সময়ের দাবি। সর্বোপরি আইনের অপপ্রয়োগ রোধ করে এর সুফল নিশ্চিত করতে হবে।

লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত কুয়াকাটা

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। একদিকে পর্যটকদের ভোগান্তি বাড়ছে, অন্যদিকে জেনারেটরের অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যয় গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। পটুয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় কুয়াকাটা সাব-জোনাল অফিস থেকে চারটি ইউনিয়ন ও কুয়াকাটা পৌরসভায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। তবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও কুয়াকাটার জন্য আলাদা কোনো বিদ্যুৎ বরাদ্দ বা বিশেষ ব্যবস্থাপনা নেই। ফলে পর্যটকের চাপ বাড়লেই সংকট আরও প্রকট হয়ে ওঠে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকায় কুয়াকাটার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। অনেক পর্যটক অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। এমনকি বিদ্যুৎ সংকটের কারণে হোটেল বুকিং বাতিলের ঘটনাও ঘটছে। হোটেল খান প্যালেসের পরিচালক সাকুর বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ১৫ বার লোডশেডিং হয়েছে। বাধ্য হয়ে ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা জেনারেটর চালাতে হয়েছে। এতে জ্বালানি ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। পর্যটকরাও বিরক্ত হচ্ছেন, আর আমাদের লোকসানের আশঙ্কা বাড়ছে। রাখাইন মার্কেটের রুচিতা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের পরিচালক আবু বকর বলেন, শুধু দিনের বেলায় নয়, রাতেও নিয়মিত লোডশেডিং হচ্ছে। সোমবার শুধু ব্যবসা সচল রাখতে প্রায় ৩০ লিটার ডিজেল পুড়িয়ে জেনারেটর চালাতে হয়েছে। পুরো রাতে মাত্র আড়াই ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল। এভাবে একটি পর্যটন এলাকায় ব্যবসা পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন। ঢাকা থেকে আসা এক পর্যটক রিফাত হোসেন বলেন, পরিবার নিয়ে কুয়াকাটায় ঘুরতে এসেছি। কিন্তু বারবার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় স্বস্তিতে থাকতে পারছি না। বিশেষ করে গরমের মধ্যে হোটেলে বিদ্যুৎ না থাকায় খুবই কষ্ট হচ্ছে। পর্যটন এলাকায় এমন পরিস্থিতি কাম্য নয়। কুয়াকাটা বিদ্যুৎ সাব-জোনাল অফিসের ডিজিএম মোস্তফা আমিনুর রাশেদ বলেন, বর্তমানে আমাদের এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা ১১ থেকে ১২ মেগাওয়াট। কিন্তু জাতীয় গ্রিড থেকে আমরা পাচ্ছি মাত্র ৫ থেকে ৬ মেগাওয়াট। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে কুয়াকাটার জন্য অতিরিক্ত কোনো বিদ্যুৎ বরাদ্দ বা বিশেষ ব্যবস্থা নেই। তাই বিদ্যমান সরবরাহ দিয়েই লোড ম্যানেজমেন্ট করতে হচ্ছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত জানানো হয়েছে এবং অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পর্যটনকেন্দ্রটির গুরুত্ব বিবেচনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখতে কর্মকর্তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। তবে জাতীয় গ্রিড থেকে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত এ সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

বাউফলে লোডশেডিংয়ে

মো. মজিবুর রহমান চৌধুরী জানান, উপজেলায় দিন ও রাতের চাহিদার তুলনায় অর্ধেকেরও কম বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। দিনে ১১ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে মাত্র ৪-৬ মেগাওয়াট এবং রাতে ১৮ মেগাওয়াট চাহিদার জায়গায় মিলছে মাত্র ৬-১০ মেগাওয়াট। গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন কম। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি এ কর্মকর্তা।

ছাত্রদের দিয়ে খাতা মূল্যায়নের

৩৫০টি উত্তরপত্র প্রতিষ্ঠানটির বাংলা বিভাগের প্রভাষক ও পরীক্ষক মো. রিপন হোসেনের কাছে মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হয়। পরীক্ষক কোড-১৪০৫-এর আওতায় থাকা এসব উত্তরপত্র আগামী ৬ আগস্টের মধ্যে মূল্যায়ন শেষে বোর্ডে জমা দেওয়ার নির্দেশনা ছিল। অভিযোগ রয়েছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত পরীক্ষক নিজে সব উত্তরপত্র মূল্যায়ন না করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজ করিয়েছেন। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহ মামুনুর বলেন, "পরীক্ষক নিজেই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। সময়ের স্বল্পতার কারণে উত্তরপত্রের মার্কটপ্রয়োজনীয় তথ্য পূরণের কাজে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছিল। ভিডিওটি আমিও দেখেছি।" অভিযুক্ত পরীক্ষক মো. রিপন হোসেন বলেন, আমার খাতা দেখা শেষ হয়েছিল। শুধু উপরের নম্বরের ঘর পূরণের কাজ চলছিল। আমি বাইরে যাওয়ার সুযোগে আমার কাছে পড়তে আসা কয়েকজন শিক্ষার্থী অতিউৎসাহী হয়ে খাতাগুলো ধরেছিল। কে বা কারা ভিডিও করেছে জানি না। আমার দায়িত্বে কিছুটা অবহেলা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকব। তবে ভিডিওতে উত্তরপত্র হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীদের লেখালেখির দৃশ্য দেখা যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিধিমালা অনুযায়ী, কেবল মনোনীত পরীক্ষকই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন এবং পুরো প্রক্রিয়ায় উত্তরপত্রের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ, উত্তরপত্র মূল্যায়নের মতো সংবেদনশীল কাজে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হলে পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তারা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার অনাদি কুমার বাহাদুর বলেন, "এটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উত্তরপত্র, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নয়। যতটুকু জেনেছি, পরীক্ষকই খাতাটি মূল্যায়ন করেছেন। তবে কোনো এক ফাঁকে শিক্ষার্থীরা খাতাগুলো উল্টে দেখেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" রাঙ্গাবালী উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুজর মো. ইজাজুল হক বলেন, বিষয়টি আমার জানা ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, ঘটনার পর সোমবার প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বাংলা বিভাগের প্রভাষক ও পরীক্ষক মো. রিপন হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, এইচএসসি (বিএমটি)-২০২৬ পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে অনিয়মের অভিযোগ এবং অনলাইন সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিষয়টি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকেও অবহিত করা হয়েছে।

বাটাজোড়-সরিকল খাল পুনঃখনন:

কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছে। সরকারি অর্থের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ উদ্যোগকে স্থানীয়রা প্রশংসার সঙ্গে দেখছেন। দীর্ঘদিন পলি জমে নাব্যতা হারানো বাটাজোড়-সরিকল খালটি বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ সংকটের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুনঃখননের ফলে খালটির পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক হয়েছে। এতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, দেশীয় মাছের আবাস ও প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন। স্থানীয়রা জানান, খাল পুনঃখননের ফলে কৃষকদের সেচব্যবস্থা অনেক সহজ হয়েছে। আগে যেখানে সময়মতো জমিতে চাষাবাদ করতে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো, সেখানে এখন অধিক জমিতে আবাদ সম্ভব হবে। তারা আশা করছেন, উৎপাদন ব্যয় কমার পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয়দের মতে, খাল পুনঃখননের ফলে দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। একই সঙ্গে খালের দুই তীরে গাছ লাগানোর উদ্যোগ ভবিষ্যতে মাটি ক্ষয়রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইব্রাহিম বলেন, খাল পুনঃখনন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা, জলাবদ্ধতা দূর করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। তিনি জানান, প্রায় ১০ কিলোমিটার খাল পুনঃখননের পাশাপাশি দুই তীরে ৬ হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে, যা উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কোথাও খালের পাড় ভেঙে গেলে উপজেলা প্রশাসন তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় এই খাল ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সুফল দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্থানীয়দের অভিমত, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইব্রাহিমের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি শুধু নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণই করেনি, বরং বরাদ্দের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করে সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এলাকাবাসীর প্রত্যাশা, খালটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত থাকলে কৃষি, সেচ, মৎস্যসম্পদ, পানি নিষ্কাশন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে বাটাজোড়-সরিকল খাল দক্ষিণাঞ্চলের একটি সফল ও অনুসরণযোগ্য উন্নয়ন মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দূরপাল্লার

সম্ভাব্য সংঘাত মোকাবিলায় মার্কিন সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার (০৪ আগস্ট) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের এক্সক্লুসিভ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে সেনাবাহিনীর ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম (এটিএসিএমএস) এবং প্রিসিশন স্ট্রাইক মিসাইল (পিআরএসএম)। দুটি সূত্রের দাবি, এই দুই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের প্রায় পুরো মজুত ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এসব দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত কতটা কমে গেছে, সে তথ্য আগে প্রকাশ্যে আসেনি। দূর থেকে নিরাপদ অবস্থানে থেকে নির্ভুল হামলা চালানোর সক্ষমতার কারণে এই অস্ত্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ভাণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেন যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যার মাধ্যমে ইউক্রেন রাশিয়ার অভ্যন্তরের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে, পিআরএসএম নতুন প্রজন্মের আরও উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র, যা ধীরে ধীরে এটিএসিএমএসের জায়গা নিচ্ছে এবং এর পাল্লাও বেশি। বিশ্লেষকদের মতে, প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্রের দাম ১০ লাখ মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য কোনো সংঘাতে এসব অস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বর্তমানে কতটি ক্ষেপণাস্ত্র অবশিষ্ট আছে, সে বিষয়ে সূত্রগুলো কিছু জানায়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেব্রুয়ারিতে ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেছিলেন। সে সময় তিনি যুদ্ধ স্বল্প সময়েই শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায়, বিষয়টি জানা তিনটি সূত্রের মতে, ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত দ্রুত কমে যাওয়ায় রাশিয়া ও চীনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধ সক্ষমতা সীমিত হতে পারে।

হাসিনার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারত

বা বক্তব্য প্রকাশ করা হলে এর দায়ও ভারত সরকার নেবে না বলে স্পষ্ট করেছে নয়াদিল্লি। বুধবার (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনার ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে এমন খবরের মধ্যে মঙ্গলবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করেন মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। মুখপাত্র বলেন, 'আপনারা যে অনুষ্ঠানের কথা বলছেন, সেটি একটি বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান আয়োজন করছে। এতে সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ওই ফোরামে যেকোনো মতামত প্রকাশ করা হতে পারে, ভারত সরকার তার কোনোটিই সমর্থন করে না।' শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্টে ঢাকা ছাড়ার পর থেকে ভারতে অবস্থান করছেন। ৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তাঁর ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সম্প্রতি উদ্বেগ জানায় বাংলাদেশ। ঢাকার আশঙ্কা, এ ধরনের কোনো বক্তব্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে উন্নত হওয়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সোমবার বিষয়টি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ও ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর বৈঠকেও উঠে আসে বলে জানা গেছে। এদিকে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারত সফরের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন রণধীর জয়সওয়াল। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রীকে দ্বিপক্ষীয় সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ইকড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক

এবং দৈনিক ইত্তেফাক ও পাক্ষিক অনন্যা সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, বর্তমান সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আহম্মেদ সোহেল মনজুর(সুমন)এমপি। এছাড়াও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন, জাতীয় পার্টি –জেপির ভাণ্ডারিয়া উপজেলা সভাপতি এবং সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. মনিরুল হক মনি জোমাদ্দার।

কাউখালীতে শিক্ষার মানোন্নয়নে

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাউখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার বক্তব্যে বলেন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও মানসম্মত পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, একটি শিক্ষার্থীর নৈতিকতা বিকাশে পারিবারিক শিক্ষা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে তিনি সামাজিক অবক্ষয় থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শও প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি অফিসার ইনচার্জ মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীদের যে কোন আইনি বিষয়ে সহযোগিতা করতে কাউখালী থানা বদ্ধপরিকর। তিনি শিক্ষার্থীদের মাদক, সন্ত্রাস,ইভটিজিং ও বাল্য বিবাহ থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশনাও প্রদান করেন বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানটির সভাপতি এইচ এম দ্বীন মোহাম্মদ তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৬৬খ্রিঃ গড়া এই প্রতিষ্ঠানটি উপজেলায় অত্যান্ত সুনামের সহিত পরিচালিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে অভিভাবক, শিক্ষক ও এলাকার সচেতন মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন, প্রতিষ্ঠানের সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সবুজ চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক তানভীর আহমেদ, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক হাফিজুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, সয়না রঘুনাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির এবং শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জাহিদুর রহমান ফিরোজ ও সদস্য সচিব রাকিব তালুকদারসহ অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নুরুল আমিন।

আগামী প্রজন্মের স্বার্থেই সংবিধান

তাই সময়ের পরিবর্তন, জনগণের প্রত্যাশা এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। তিনি এ প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, অংশীজন ও জনগণের গঠনমূলক অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান, বর্তমান সংসদের বিশেষ করে বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে সংবিধান সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের গভীরভাবে অনুধাবন করে কার্যকর অবদান রাখতে কিছুটা সময় প্রয়োজন হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের দরজা খোলা আছে। তারা যখনই আসবেন, তখনই আমরা তাদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করব।' আন্তর্জাতিক উদাহরণ তুলে ধরে চিফ হুইপ বলেন, ভারতে বহুবার এবং যুক্তরাষ্ট্রেও সফলভাবে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। তাই দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের বিকল্প নেই। চিফ হুইপ বলেন, সংবিধানের প্রতিটি সংশোধন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকার সব রাজনৈতিক দলের মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। বিশেষ করে বিরোধী দলের মতামত গ্রহণে সরকার আন্তরিক থাকবে। তিনি বলেন, 'যখনই তারা (বিরোধী দল) মতামত দেবেন, তখনই তাদের মতামত নিয়ে আমরা এই কাজটা করব।'

ভোলায় স্বৈরাচারমুক্ত দিবস

হিমু,ভোলা জেলা ছাত্রশক্তি সাধারণ সম্পাদক জোবায়ের চৌধুরী, ভোলা কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক আরাফাত ইসলাম (ইফতি),সদস্য সচিব মোঃ আব্দুস সামাদ,ছাত্রনেতা মেহেদী, শাখাওয়াত শাকিল,মীর মোশারেফ অমি,ভোলা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নুর মোহাম্মদ রুবেল, বাংলাদেশ ছাত্র সমাজ ভোলা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন প্রমূখ।

রাজাপুরে জমিজমা বিরোধের

বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়। তলপেটে গুরুতর আঘাতের কারণে রক্তক্ষরণও হয় বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী। মারধরের দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণ করার সময় শাহনাজের ছোট ভাই সাব্বিরকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যেতে বাধা দেওয়ারও অভিযোগ করা হয়েছে। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত ছিদ্দিক জমাদ্দার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলে জানান ভুক্তভোগীরা। পরে শাহনাজ আক্তার তার ছোট ভাইয়ের সহায়তায় রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেন। রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, "আহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তলপেটের অভ্যন্তরে আঘাতজনিত ব্যথা ও রক্তক্ষরণ রয়েছে। এ কারণে তাকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।" অভিযুক্ত মো. ছিদ্দিক জমাদ্দার পলাতক থাকায় তার কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তার ভাই মো. সাইদুল জমাদ্দার জানায়, "যা হবা হয়েছে, এখন আপনারা মিলে মিমাংশা করে দেন।" এ বিষয়ে রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন বিশ্বাস বলেন, "লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

আজ লেডি হিটলারের

সংস্থার সদস্যরা হেলিকপ্টার থেকে ছাত্র-জনতার উদ্দেশে গুলি করে এবং তাদের হত্যা করে। গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে নেওয়ার সময় পুলিশ এবং আওয়ামী লীগ বাধা দেয়। এতে আহত অনেক শিক্ষার্থীর মৃত্যু ঘটে। ১৯ জুলাইয়ের পর নির্বিচার গুলিতে শিশু সামির, আবদুল আহাদ, রিয়া গোপ, মোহাম্মদ রাসেলসহ ১০৫ জন শিশু নিহত হয়। ... অধিকারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ঢাকার আশুলিয়ায় পুলিশ আন্দোলনকারীদের হত্যা করার পর তাদের লাশগুলো ভ্যানে স্তূপ করে রেখে তা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ... এছাড়া গুলিবিদ্ধ আহতদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্র, শ্রমিক ও দিনমজুর। এর মধ্যে কমপক্ষে ৫৫০ জনের চোখ নষ্ট হয় গেছে। জীবন রক্ষার্থে তাদের কারও হাত-পা বা অন্যকোনো অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। ... ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যার কারণে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত একটি রক্তাক্ত সীমান্তে পরিণত হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়। ২০২৪ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ২৪ জন বাংলাদেশিকে হত্যা এবং ২৯ জনকে আহত করেছে। নিহত ২৪ জন বাংলাদেশির মধ্যে ২১ জনকে গুলি করে এবং তিনজনকে নির্যাতন করে বিএসএফ হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আহত ২৯ জনের মধ্যে ২৬ জন গুলিতে, ২ জন নির্যাতনে এবং একজন বিএসএফের ছোড়া গ্রেনেডে আহত হন।" (দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, পৃ. ০১) আওয়ামি জাহেলিয়াত ও ইন্ডিয়ান হেজেমনি থেকে পরিত্রাণ পেতে ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত বিপ্লব শেষে আসে সুবেহ সাদেক। দীর্ঘ অন্ধকারের পর সহসা হাজির হলো এক নতুন ভোর। ৩৬ জুলাই। বিশ্ব ইতিহাসের মহান ঘটনাবলির মধ্যে জুলাই বিপ্লব শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এই বিপ্লব এমন একটি ঘটনা যা, মানবজাতির জন্য গভীর অনুপ্রেরণা। ইতোমধ্যে নেপাল-ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালি উদ্ভাবিত জেনজি অভ্যুত্থান। বিপ্লবের পক্ষশক্তি এবং বিপক্ষশক্তি উভয়ের জন্যই শিক্ষণীয় ঢাকার গণজাগরণ। প্রাণঘাতী অস্ত্রের বিপরীতে শূণ্য হাতের বিজয়। ইতিহাসে এ ধরনের বিদ্রোহ-বিপ্লব দ্বিতীয়টি আছে কিনা আমাদের জানা নেই। একপাশে রাষ্ট্র, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আকাশযান, দলীয় সশস্ত্র ক্যাডার, প্রতিবেশী দেশের গুপ্তঘাতক বাহিনী, মারনাস্ত্র, ৭.৬২ বুলেট, স্নাইপার রাইফেল, লেথাল উইপেন (Lethal weapon) এবং অপরপক্ষে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা। ছাত্র-জনতার মহাপ্লাবনে ভেসে যায় ঘাতক হাসিনার প্লাটফর্ম। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়, যা ছাত্রদের মধ্যে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে চলমান কোটা ব্যবস্থা সংস্কার করা। আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং শিক্ষার্থীদের চাপে, সরকার ৪৬ বছর ধরে চলা এই কোটাব্যবস্থা বাতিলের ঘোষণা দেয়। তবে, ২০২১ সালে এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে সাতজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। অবশেষে, ২০২৪ সালের ৫ জুন, হাইকোর্ট কোটাব্যবস্থা বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে। রায় প্রকাশের পরপরই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এই রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এর পর থেকে ছাত্রদের দাবির সাথে ধীরে ধীরে যুক্ত হতে থাকে দেশের আপামর জনতা। জালিম সরকারের দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে চলে তাদের পতনের আন্দোলন এবং সবশেষে ৫ আগস্ট ২০২৪ বা ৩৬ জুলাই ২০২৪ আসে কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ শূন্যতায়

সংকটও তীব্র। গত ১ মাস উপাধ্যক্ষ পদ শূন্য রয়েছে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজে। এ- ছাড়া সরকারি গৌরনদী কলেজ, সরকারি ফজলুল হক কলেজ চাখার, ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, বরিশাল সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন ধরে উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকার পর সোমবার এ পদে নিযুক্ত হয়েছেন কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবদুস সামাদ। অথচ বিএম কলেজসহ একাধিক কলেজে ইনসিটু পদে বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক অধ্যাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্মরত। এদিকে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এটিএম রাশেদুল ইসলাম ও বোর্ড সচিব প্রফেসর মো. আবদুস সালাম আগামী অক্টোবরে পিআরএলে যাচ্ছেন। বর্তমান শূন্যতার মাঝেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও দুটি শীর্ষ কলেজের অধ্যক্ষ অবসরে যাচ্ছেন। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে বিএম কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হতে যাচ্ছে। ফলে দ্রুত নিয়োগ না দিলে এই সংকট আরও ঘনীভূত হবে। স্থবির হয়ে পড়বে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো শূন্য থাকায় কলেজের আর্থিক লেনদেন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, নিয়মিত ক্লাস রুটিন সমন্বয় এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের মতো জরুরি সিদ্ধান্তগুলো আটকে আছে। উপাধ্যক্ষ না থাকায় ছাত্রাবাস ও ক্যাম্পাসের শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। মাউশি অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালক না থাকায় মাঠপর্যায়ের স্কুল-কলেজগুলোর প্রশাসনিক চেইন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে এই শূন্য পদগুলোতে যোগ্য কর্মকর্তা ও অধ্যাপক নিয়োগ দিয়ে বরিশালের উচ্চশিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্বেষমূলক না হলে শেখ হাসিনার

ইসলাম। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ব্রিফিংয়ের সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন কথা বলেন। তিনি বলেন, বিদ্বেষমূলক হলে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারে বা প্রকাশ করতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আদালতের। কিন্তু যে কোনো বক্তব্য প্রচারে বাধা নেই। তিনি আরও বলেন, বুধবার ৬ থেকে ৭টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখি। আসলে কোনো বক্তব্য দেয় নাকি সব ফাঁকা আওয়াজ। এ সময় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ?'সব ঝুট হ্যায়'। যে কথায় ট্র?্যাইব্যুনালের ইমেজ সংকট হয় কিংবা বিদ্বেষমূলক হয় সেগুলো ছাড়া গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রকাশে আইনগত বাধা থাকে না, বলেন তিনি।

জুলাইকে ভুলিয়ে দেওয়ার

ইতিহাস বিকৃত বা ভুলিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে। তিনি বলেন, 'জুলাইকে ভুলিয়ে দেওয়ার কোনো উল্টো সংগ্রাম যদি শুরু হয়ে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলছি দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তা প্রতিহত করব।' মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'আজাদী সংগ্রামের পটভূমিতে জুলাই বিপ্লব ২০২৪' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জুলাই আন্দোলনের কোনো একক 'মাস্টারমাইন্ড' ছিল না। দেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ, শিক্ষার্থী, তরুণ, শিশু এবং সাধারণ মানুষ জীবন বাজি রেখে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের সম্মিলিত আত্মত্যাগের ফলেই আন্দোলন সফল হয়েছে। তিনি বলেন, আন্দোলনে নিহতদের পরিবার, আহত ও পঙ্গু হয়ে যাওয়া মানুষদের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব এখনো শেষ হয়নি। আন্দোলনের সময় তার সহকর্মীরা বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেছেন। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চিকিৎসাধীন কয়েকজন আহতকে দেখে আসার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, অনেকেই এমনভাবে আহত হয়েছেন যে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তারা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন না। এসব মানুষের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। জুলাই বিপ্লবের অবদান ও আত্মত্যাগের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কার কী অবদান ছিল, তা যেন আড়াল না হয়।

হাজারো প্রাণের আত্মত্যাগ

করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ফ্যাসিবাদ পতনের আন্দোলনে অংশ নিয়ে হাজারো প্রাণের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বুধবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। বাণীতে তিনি বলেন, স্বাধীনতাপ্রিয় ও গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য ৫ আগস্ট আনন্দের দিন, বিজয়ের দিন, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ফ্যাসিস্ট সরকার দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। রাহুমুক্ত হয় বাংলাদেশ। তারেক রহমান বলেন, দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ফ্যাসিবাদের পতন এবং দেশে জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার তথা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিএনপিসহ ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভিন্নমতের মানুষকে সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে হয়েছিল। অসংখ্য মানুষ গুম, খুন, অপহরণ, হামলা, মামলা, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আপসহীন দেশনেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়াকেও মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর জালিমের কারাগারে কাটাতে হয়েছে। বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রকামী মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পলাতক স্বৈরাচারের নির্দেশে দেশে গড়ে তোলা হয়েছিল শত শত গোপন বন্দিশালা 'আয়নাঘর'। 'আয়নাঘরের' অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অগণিত মানুষকে আটকে রাখা হয়েছিল। অনেককে চিরতরে গুম করে ফেলা হয়েছে। বিএনপির সাবেক এমপি ইলিয়াস আলী ও কমিশনার চৌধুরী আলমসহ এমন অনেক নেতা-কর্মীর আজও সন্ধান মেলেনি। তারেক রহমান বলেন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশনসহ দেশের সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করে ফেলা হয়েছিল।

পুঞ্জীভূত ক্ষোভের অপ্রতিরোধ্য

ও বাক্‌স্বাধীনতা হরণ এবং জেল-জুলুমের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের অপ্রতিরোধ্য বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখছেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ। বুধবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে হাফিজ উদ্দিন আহমদ এ কথা বলেছেন। বাণীতে তিনি বলেন, ২০২৪ সালের এই দিনে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক ও ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটে। প্রবল গণরোষে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় ফ্যাসিস্ট সরকার। জাতি অর্জন করে এক ঐতিহাসিক বিজয়। জুলাই শহীদ ও আহতদের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, তাঁদের এই বিরল আত্মত্যাগ, অসীম সাহস ও অসামান্য অবদান জাতি চিরকাল স্মরণ করবে এবং তা অনন্তকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি আরও বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ দেড় দশকের দুঃশাসন, বৈষম্য, সীমাহীন দুর্নীতি, শোষণ, গুম-খুন, দলীয়করণ; গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা হরণ এবং জেল-জুলুমের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের অপ্রতিরোধ্য বহিঃপ্রকাশ। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রয়াত সাবেক খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা ও কারাগারে তাঁর দুঃসহ জীবন, বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গায়েবি মামলা-হামলা, দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সমাজে বিভাজন, মিথ্যাচার, নির্বিচার দমন-পীড়নের ফলে মানুষের মনে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল তীব্র ক্ষোভ। এরই সঙ্গে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্যাংক-বিমাসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে করা হয়েছিল দুর্বল, অচল ও জনবিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রকে পরিণত করা হয়েছিল ভঙ্গুর, তাঁবেদার আর মাফিয়া নিয়ন্ত্রিত।

গণঅভ্যুত্থানের সফলতাকে কুক্ষীগত করার

অংশ নিয়েছিল। গণঅভ্যুত্থানের সফলতার পর একটি মহল এর অর্জনকে কুক্ষীগত করে নিজেদের একক অবদান হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা করেছিল। তিনি বলেন, তাদের লক্ষ্য ছিল জনগণের ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা না হোক। কিন্তু সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে এখন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা গণঅভ্যুত্থানের অর্জন ছিনতাই করতে চেয়েছিল, তারাই এখন প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, ক্ষমতার লোভ থেকেই একটি মহল জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে কুক্ষীগত করার চেষ্টা করেছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে তাদের মধ্যে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেই সুযোগে তারা জুলাইয়ের অর্জনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সরকার গণঅভ্যুত্থানে শহীদ, আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী এবং তাদের পরিবারের পাশে থাকার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জুলাইয়ের মূল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। কবর জিয়ারত শেষে রহমাতুল্লাহ শহীদ তাহিদুল ইসলামের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি শহীদ পরিবারের পাশে সর্বাত্মকভাবে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে শহীদ পরিবারের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জানান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আসিফ আল মামুন, যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, জেলা ওলামা দলের সহ-সভাপতি মাওলানা মাসুম বিল্লাহ, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিলম চৌধুরী, ছাত্রদল নেতা ওবায়দুল ইসলাম উজ্জ্বল, হাজিক দাঈয়ান ইশতী, জুলাই কন্যা লাবণ্য রহমানসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

বরিশালে অবৈধভাবে বালু

করা হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি) জহিরুল ইসলাম জানান, অভিযানে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত একটি বাল্কহেড এবং একটি ড্রেজার থেকে ৪ জনকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আটকদের ১ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

ঝালকাঠিতে আমুর বাড়ি: রাজনীতির

একটিতে লেখা ছিল 'আমাকে ব্যবহার করুন, পৌরবাসীর ময়লা ফেলার স্থান।' ঝালকাঠি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট মো. আক্কাস সিকদার বলেন, '২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর আমির হোসেন আমুর রোনালসে রোডের বাসভবনে বিক্ষুব্ধ জনতা অগ্নিসংযোগ করে। এতে বাড়িটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং ভেতরের বিভিন্ন আসবাব পুড়ে যায়। পরে ওই বাড়ি থেকে প্রায় ৫ কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনাও আলোচনায় আসে। এর পর থেকে বাড়িটি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।' আক্কাস সিকদার জানান, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমির হোসেন আমুর বাড়িতে আবারও হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। বর্তমানে স্থানীয় অনেকেই বাড়িটির ভেতরে ময়লা-আবর্জনা ফেলছেন, ফলে এটি কার্যত একটি অস্থায়ী ডাম্পিং স্থানে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে ঝালকাঠি জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ও জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট শাহাদাৎ হোসেন বলেন, 'বর্তমানে এটি যে ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে, তা থেকে ফ্যাসিস্টদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।' আমির হোসেন আমু ঝালকাঠি-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক শিল্পমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। ঝালকাঠিতে অবস্থানকালে তিনি এই বাসভবনেই থাকতেন এবং এখান থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।

সাংবাদিকের ওপর হামলায় সকল

মনির, মো. আসাদুজ্জামান রিপন প্রমুখ। এসময় প্রেসক্লাবের সহসভাপতি এম আলম, সাবেক সহসভাপতি এইচএম নাসির উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক খোকন আহম্মেদ হীরা, মো. হানিফ সরদার, উত্তম দাস, সহ-সম্পাদক আমিনা আকতার সোমা, প্রচার সম্পাদক হাসান মাহমুদ, সদস্য আমিন মোল্লা, মণীষ চন্দ্র বিশ্বাস, বদরুজ্জামান খান সবুজ, এইচএম খায়রুল ইসলাম, মোল্লা ফারুক হাসান, পলাশ তালুকদার, বিএম বেলাল, মোশাররফ হোসেন, মোস্তফা হাওলাদার, লিটন খান, নাসির হোসেন, রাশেদ আহমেদ, আবু সাঈদ খন্দকার, বিনয় কৃষ্ণ শিয়ালীসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা অনতিবিলম্বে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার এজাহারভূক্ত সকল আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২ আগস্ট বিকেলে উপজেলার টিএন্ডটি মোড়ে এক মোটর মেকানিককে কুপিয়ে জখম করা হয়। খবর পেয়ে হামলার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে স্থানীয় যুবদলকর্মী মাসুম সরদার, ইয়াসিন সরদার, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক রাসেল হাওলাদার তার ভাই সবুজ হাওলাদার ও স্থানীয় রিয়াজ উকিলসহ তাদের অন্যান্য সহযোগিরা গৌরনদী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এসএম জুলফিকারকে পিটিয়ে গুরুত্বর আহত করে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিএম কলেজে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে সাংবাদিককে মারধর

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল বিএম কলেজে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে এক সাংবাদিককে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে একই কলেজের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। গতকাল (৪ আগষ্ট) সোমবার কলেজের লাইব্রেরি ভবনের সামনে বিএম কলেজ সাংবাদিক এসোসিয়েশনের সদস্য আবির সিকদারের উপর অতর্কিত হামলা করে একই কলেজের ২০০৭-৮ শেসনের শিক্ষার্থী বিপ্লব। তার নেতৃত্বে আরও মারধর করে ২০০৭-৮ শেসনের শিক্ষার্থী ছাত্রদল কর্মী তামিম, ১৯-২০ শেসনের শিক্ষার্থী নয়ন, ২২-২৩ শেসনের শিক্ষার্থী বাধন সহ অজ্ঞাত ১০-১২ জন। জানা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে কলেজের কবি জীবনানন্দ দাশ হলের খাবার ক্যান্টিন অছাত্রদের দখলে এবং অব্যবস্থাপনার অভিযোগ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আবির সিকদার। এর পর থেকেই আবিরকে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেও সংবাদ ডিলিট করাতে ব্যার্থ হন অভিযুক্তরা। কলেজ ক্যাম্পাসে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তথ্য সংগ্রহ করতে ক্যাম্পাসে বের হয় আবির। এসময় লাইব্রেরী ভবনের সামনে গেলে বিপ্লবের নেতৃত্বে অন্যরা অতর্কিত হামলা করে। আবির সিকদার বলেন, আমি ২০২২-২৩ শেসনের একাউন্টিং বিভাগের শিক্ষার্থী। দীর্ঘদিন ধরেই কলেজ ক্যাম্পাসে সামাজিক কার্যক্রম করে আসছি। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নে কাজ করে আসছি। পাশাপাশি পত্রিকায় সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে লিখি। এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দু হলের ডাইনিংয়ের অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে যাচাই বাছাই পরবর্তী সংবাদ প্রকাশ করি। কেন অছাত্রদের দখল নিয়ে লেখলাম সেই রেশ ধরে আমায় মারধর করে। এ ঘটনায় বিএম কলেজ সাংবাদিক এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মেহেরাব হোসেন রিফাত বলেন, সংবাদকর্মীর কাজ তথ্য সকলের সামনে নিয়ে আসা। ঘটনা কারে পক্ষে গেলে ভালো বিপক্ষে গেলে মারধর এটা কাম্য নয়। সাংবাদিকদের ওপর হামলা গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। কলেজ প্রশাসনের এ বিষয়ে কঠোর হওয়া দরকার। ২০০৭-৮ শেসনের একজন কিভাবে শিক্ষার্থী দাবি করে?। এ বিষয়ে কলেজ প্রশাসন স্পষ্ট করবে আশা করি। এবিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. শেখ তাজুল ইসলাম বলেন, " আমি বিষয়টি শুনেছি। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিব"।

জুলাই ছিলো আগুনমাখা, জুলাই ছিলো রক্ত

মুস্তফা হাবীব

চব্বিশের পাঁচ আগস্ট

সাক্ষী শ্রাবণের মেঘলা আকাশ
ইলশেগুড়ি বৃষ্টি
আকাশ বাতাস নদ নদী রাজপথ!
সাক্ষী সূর্য সন্তান সাইদ- মুগ্ধ 'র রক্ত কণিকা
মহাবিশ্বের গ্রহ নক্ষত্র তারকাপুঞ্জ
শত সহস্র মুভি ক্যামেরা এবং আমার দুচোখ।

কিভাবে ঝরে পড়ে মসনদ থেকে
সতেরো বছরে জমানো
ষড়যন্ত্র, মিথ - মিথ্যের চক্‌চকে আস্তর।
কিভাবে নিভে যায়
পর্বতের চূড়াস্পর্শী লোভ হিংসা অহংকার
ও ক্রোধের অগ্নিশিখা।

চব্বিশের পাঁচ আগস্টের মানবঝড় - জলোচ্ছ্বাস
হাজার বছরের দৃষ্টান্তকে পিছনে ফেলে
কয়েক নিমিষে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দেয়
রাজ প্রাসাদের লৌহ কপাট।
যেই ইতিহাস লেখা থাকবে
পৃথিবীর গ্রীবায় কাল মহাকাল অনন্তকাল।

নয়ন আহমেদ

জুলাই, ফুলের মতো

জুলাই এলো ফুল ফোটাতে, জুলাই এলো প্রাণে।
জুলাই এলো গোলাপ বনে, জুলাই এলো ঘ্রাণে।
জুলাই এলো নেচে নেচে, জুলাই এলো পথে।
জুলাই এলো রক্তে মোড়া বজ্র সম রথে।
জুলাই এলো হেসে হেসে, বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
জুলাই এলো থোঁকা থোঁকা ফুলের গন্ধ রুয়ে।
জুলাই এলো বাংলাদেশে,জুলাই মনের দোসর।
জুলাই এলো ভূগোল জুড়ে, জুলাই সবুজ কেশর।
সিংহরা কই? বেরিয়ে পড়ে বিপ্লবী এই গ্রহে?
জীবন ঘষে অগ্নি বানায়, অগ্নি জ্বলে দ্রোহে।

আবু সাঈদ আনছে ছেনে এই দ্রোহের নদী।
ঝাঁপ দিবি কেউ এই নদীতে? জীবন খোঁজ যদি।
লাল হরফের ভাষায় শুয়ে আছেন ধানের ছড়।
এই মাঠেতে রৌদ্র ফলে; ফলে রঙিন ঝড়।

দেশ ছেয়ে রয় শান্ত রোদের সবুজ বরজ পানে।
বর্ণমালা দিচ্ছে উঁকি ইনকিলাবের গানে।

রুয়ে দিলাম ইচ্ছে দুপুর, জানালা ঘর-দোর।
এই নিয়মে গয়না গড়ে রাঙিয়ে তোল্ ভোর।

জামান মনির

ছত্রিশ জুলাই

অন্ধকারের ছোঁয়ায় জেগে ওঠে
শাওন-মনি গণিকাগণ,
খদ্দেরগুলোর বৃহতী-জিহ্বাকে
তৈলাক্ত করে সারাক্ষণ।

জুলাইকে যারা করতে চাচ্ছো
অপবিত্র কিংবা প্রশ্নবিদ্ধ,
রক্তের শপথ নিয়ে বলছি-
দ্রোহের অনলে করবো সিদ্ধ।

ইতিহাসে চিরঅম্লান রবে
চব্বিশের ছত্রিশ জুলাই সনদ,
পগারপার হয়েছে দালালগণ
পালাবেই সব ভাসুর-ননদ।

জামাল হোসাইন

জুলাই অহংকার

জুলাই আসে বুক ফুলিয়ে উড়ায় বিজয় কেতন,
ফ্যাসিবাদের কবর রচে, জাগায় জাতির চেতন।

ভেঙে সকল অসমতা আনলো জুলাই সাম্য,
জুলাইর কাছে আমজনতার এটাই শুধু কাম্য!

কেউ বেচে খায় আস্ত জুলাই কেউ বেচে খায় অংশ,
কেউ কিনে নেয় জুলাই দিয়ে ফ্যাসিবাদের বংশ।

হইছে যারা জুলাই শহিদ, মরছে দেশের জন্য,
তোমরাই সে জুলাইটাকে নিত্য বানাও পণ্য!

জুলাই জাতির মুক্তি সনদ, জুলাই রাহাবার,
জুলাই নতুন স্বাধীনতা জুলাই অহংকার।

জুলাই যদি ধ্বংস করো! বীরত্বে দাও হাত,
মনে রেখো আসবে ফিরে নব্য ফ্যাসিবাদ।

ইয়াসমিন অজান্তা

অবিনাশী চেতনার রক্তিম স্বাক্ষর

এই বাংলা যে রক্তে কেনা, অন্যায়ের নয় দাস,
শোষণ চূর্ণ করে গড়ে তোলে মুক্তির ইতিহাস।
যুগে যুগে এই পলিমাটি বুনেছে বিদ্রোহের বীজ,
মিথ্যা ও অন্যায়ের পদতলে নুয়ে রবে না এ শির।

ক্ষমতার লোভে যে-ই বসে আসনে স্বৈরবেশে,
তারই পতন এঁকে দেয় তরুণেরা বিজয়ের শেষে।
কোনো দল বা ব্যক্তিস্বার্থ মানেনি এ দামাল প্রাণ,
সত্যের তরে সমস্বরে গায় জীবনের জয়গান।

পলিমাটির এই মুক্ত বাংলাদেশে টিকবে না অত্যাচার।
মুক্তির এই সত্যের সুর শতকে শতকে গাবে,
অন্যায় রুখে দামাল ছেলেরা চিরদিন বেঁচে রবে।

আল হাফিজ

মানবিক আকাশ

অন্ধকারের কাঁটাতার যখন–
ঘিরে ফেলে বিবেকের চারদিক
যখন পচতে পচতে পচে যায়
যাবতীয় নান্দনিক অধ্যায়
তখনই জেগে ওঠে তরুণ সূর্যের মুখ
জেগে ওঠে ছত্রিশ জুলাই
বুকখোলা আবু সাঈদ তখন
ইতিহাস হয়ে যায় অক্ষয়-অমর
আর নতুন কারবালা প্রান্তরে
জীবনের পানি নিয়ে দাঁড়ায় মুগ্ধ যুবক ...

যুগে যুগে অন্ধকারের কাঁটাতার
আর প্রতিহিংসার সমগ্র আগুন
স্বপ্নবাজ তারুণ্যের দাপটে
মুছে গেছে ... মুছে যায় ... বারবার

পতাকার মতো আজ জুলাই বিপ্লব
নতুন স্বপ্নের দ্যুতি ছড়িয়ে হাসে
হাসে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ
মানবিক আকাশ জুড়ে ...

মায়াবী কাজল

লাল জুলাই

লাল জুলাইয়ের কথা কি আর
সহজে ভুলতে পারি?
পাখির মতো ভাইদের মারলো
গুলিতে স্বৈরাচারী।

জুলাইয়ের সেই মাসটা ছিলো
ভীষণ রক্তক্ষয়ী,
মামলা হামলা গুম খুন গ্রেফতার
পরিস্হিতি ভয়ংকরী।

মায়ের সন্তান অন্ধ হলো
কতো হারালো হাত, পা,
বুলেট বোমায় ঝাঁঝরা হয়ে
গেছে অনেকের গা।

লাভ হলো না নির্যাতন আর
জেল-জুলুম করে,
বীর বাঙালি যায় কখনো
রাজপথ থেকে সরে?

আন্দোলনে জনতার ঢল
দেশটা করে তোলপাড়,
একদফা একদাবি তোলে
স্বৈরাচার গদি ছাড়।

স্বৈরাচার দল ভয়ে পালায়
উপায় নেই কোনো আর,
অবশেষে বিজয় আসে
দেশের আমজনতার।

রক্তে রাঙা এমন রাজপথ
দেখিনি কেউ আগে,
লাল জুলাইয়ে স্মৃতি আজো
বিষাদ হয়ে জাগে।

শরাবে সরোবর

পিপাসার্ত চব্বিশ

পিশাচ আসে আর হাসে উল্লাসে,
লাশে লাশে পাড়া দিয়ে চোখা দাঁতে হাসে।
অসহায়ত্বের ছল ক'রে চোখে ছল জল ঝরে;
আর বসে বসে শুধু তামাশা দেখেথথঐ ক্ষুধার্ত রাজধানী
এ ভাই, আমি মুগ্ধ বলছি; পানি লাগবে কারোরথথ,পানি?

হে মুগ্ধ! তুমি মোরে মুগ্ধ করেছো, সেদিন দুপুর বেলায়
জল দাও, জল দাও; আহা! প্রাণ জ্বলে যায়।
উড়ন্ত আবু সাইদ ডানা মেলে একা একা আকাশে ওড়ে;
ওরে! সে দিয়ে গেছে প্রান, গেয়ে গেছে জয়গান,
তবুও তার মুখটা ফ্যাকাসে কেন রে?
বিষাক্ত বক্ষ বাতায়ন তার, পুড়ে হলো ছারখার
ঝাঝরা হয়েছে সেই বুক, রক্ত ঝড়ে দরদর।

আর সেই রক্তটুকু এসে চুষে চুষে খেয়ে নিলো ওই রক্তচোষা চাবুক
এ ভাই, আমি মুগ্ধ বলছি, পানি লাগবে কারোর, পানি?

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

জুলাই ছত্রিশ

জুলাই এলে ফিরে, হৃদয়ে বাড়ে স্পন্দন–
রক্ত টগবগ! বিদ্রোহ-বিপ্লব, জনতার হুংকারে শোষকের পদতলে জাগে ভূকম্পন।
আসে বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড,স্নাইপার করে আছে তাক;
মোরা তুরিতে উড়াই ওদের রক্তচোখ, হাসি উপহাসে,
তারপর উন্মুক্ত করি বুকের জমিনড় পৃথিবী অবাক!
ঝাঁঝরা হয়েছে বিশাল বক্ষ, নাম হয়েছে আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিম;
বুলেট, বোমা সীমিত সবড় বিপ্লবীদের বুকের আয়তন অসীম!

রক্ত জমেছে রাজপথে থকথকে, লিখেছি ইতিহাস বিজয়ের;
জনতা নেমেছে বাঁধভাঙা স্রোতে, নেই পরোয়া কোনো ভয়ের।
দেখি আকাশ ভেঙে পশ্চিম কোণে ছুটছে হেলিকপ্টার,
জনতার মুখে জয়োল্লাসড় পালিয়েছে, পালিয়েছে স্বৈরাচার!

ফের যদি কারো খায়েশ জাগে হতে ফ্যাসিস্ট,
তবে মনে রেখো মাস, তারিখ: জুলাই ছত্রিশ!

জুলাই বিপ্লব: গণ-অভ্যুত্থান থেকে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের প্রত্যয়

আহমেদ বেলাল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-আন্দোলন এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এটি শুধু একটি ছাত্র আন্দোলনের সফল পরিণতি নয়; বরং রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতিকে নতুনভাবে ভাবার এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দীর্ঘদিনের বৈষম্য, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, জবাবদিহিতার সংকট এবং নাগরিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিবাদ একসময় গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে, যা আজ 'জুলাই বিপ্লব' নামে পরিচিত।

পৃথিবীর ইতিহাসে নমরুদ, ফেরাউন কিংবা এরকম জালিম শাসকেরা প্রকান্তরে ফ্যাসিবাদী নীতিকেই প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদেরকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিলো। জনগণ থেকেছে আজ্ঞাবহ দাসের মত। তারই ধারাবহিকতায় সর্বভারতীয় অঞ্চলে ইংরেজ ও ব্রিটিশরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাসিবাদ। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দ্বিচোখা নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে আধুনিক ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিল। সবশেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মুজিবীয় আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাকশালীয় ফ্যাসিবাদ এবং শেখ হাসিনার শাসনামলে অগ্রসরমান ও ডিজিটালাইজড ফ্যাসিবাদের কবলে পড়তে হয় দেশবাসীকে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই বিপ্লবের উত্থান মূলত এই ফ্যাসিবাদের অন্ধকার প্রতিরোধকল্পেই সংগঠিত হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয়। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে অন্যায়, নিপীড়ন ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করেছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ কিংবা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনড়প্রতিটি সংগ্রামই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বহন করে। জুলাই বিপ্লব সেই ধারাবাহিকতারই সর্বশেষ অধ্যায়, যেখানে নতুন প্রজন্ম বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে।

জুলাই আন্দোলনের সূচনা হয় কোটা সংস্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে। বহুদিন ধরে সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। ২০২৪ সালে আদালতের রায়ে কোটা পুনর্বহালের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীরা 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' -এর ব্যানারে আন্দোলন শুরু করে। প্রথমদিকে এটি ছিল একটি নির্দিষ্ট দাবিভিত্তিক আন্দোলন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা, জবাবদিহিতা, নাগরিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রশ্নে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন সর্বজনীন রূপ লাভ করে।

একটি আন্দোলন তখনই গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়, যখন তা নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে বিস্তৃত হয়। জুলাই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেটিই ঘটেছিল। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয় অভিভাবক, শ্রমিক, শিক্ষক, পেশাজীবী এবং সাধারণ মানুষ। রাজধানীর গণ্ডি পেরিয়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশের জেলা ও উপজেলায়। শেষ পর্যন্ত জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে সরকার পরিবর্তনের ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

৫ আগস্ট, ২০২৪ দুপুরে শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ায় মধ্য দিয়ে। বিদায় নেয় জোরপূর্বক ক্ষমতা আঁকড়ে ধরা রাখা মুসোলিনীর প্রেতাত্মা আওয়ামী লীগ। আগস্ট মাসে গণঅভ্যুত্থান সফল হলেও আন্দোলনকারী চৌকস শিক্ষার্থীরা ঐ তারিখকে '৩৬ জুলাই' ঘোষনা দিয়ে ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এবং বিপ্লবের নামকরণ করে 'জুলাই বিপ্লব'।

শেখ হাসিনা দেশত্যাগের পর ছাত্র-জনতার রোষানলে পড়ে ফ্যাসিবাদের দোসর ও সুবিধাভোগীরা। এমতাবস্থায় সরকারের মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতাকর্মী ও সুবিধাভোগী পুলিশ প্রশাসন ছাত্র-জনতার ক্ষোভ থেকে বাঁচতে গা ঢাকা দেয়। গণঅভ্যুত্থানে একটি দেশে একযোগে সরকারপ্রধান, মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতাকর্মী এবং ফ্যাসিবাদকে টিকিয়ে রাখতে তৎপর বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন: সাংবাদিক, পুলিশ, সেনা কর্মকর্তা, আমলা পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা বিশ্বে বিরল। নির্মম গণহত্যা পরিচালনার নির্দেশদাতা শেখ হাসিনার ওপর জনরোষ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে, ৫ ও ৬ আগস্ট সারাদেশে শেখ মুজিব, শেখ হাসিনা ও তার পরিবার সম্পর্কিত স্থাপত্য, ভাষ্কর্য ও প্রতিকৃতি সমূলে উৎপাটন ও নাম পরিবর্তন করে ছাত্র-জনতা। সূচিত হয় নতুন এক অধ্যায়ের।

গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল অনন্য। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সংকটে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন একযোগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ও সম্পদের নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখে। একই সময়ে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ধর্ম-বর্ণ-দল নির্বিশেষে মানুষের যে মানবিক ঐক্য গড়ে ওঠে, তা নতুন বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

তবে গণ-অভ্যুত্থান আর বিপ্লব এক নয়। গণ-অভ্যুত্থান রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ খুলে দেয়, কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব তখনই সংঘটিত হয়, যখন রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। তাই জুলাই বিপ্লবের প্রকৃত সার্থকতা নির্ভর করছে রাষ্ট্র সংস্কার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং নাগরিক অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের ওপর। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে আরও সমৃদ্ধ করতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা, কর্মসংস্থান, সুশাসন এবং জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। পাশাপাশি রাজনৈতিক সংস্কৃতি, নির্বাচন ব্যবস্থা, প্রশাসন এবং সাংবিধানিক কাঠামোকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। তরুণ প্রজন্মের মেধা, নৈতিকতা ও দেশপ্রেমকে রাষ্ট্রগঠনের মূল শক্তিতে পরিণত করাই হওয়া উচিত আগামী দিনের অঙ্গীকার।

জুলাই বিপ্লব কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনার নাম নয়; এটি সাহস, আত্মত্যাগ, ঐক্য এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই আন্দোলন নতুন প্রজন্মকে শিখিয়েছেড়ন্যায়, সাম্য ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ জনগণের শক্তির কাছে কোনো অন্যায় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।
পরিশেষে বলা যায়, জুলাই বিপ্লবের চেতনা সংরক্ষণ এবং এর অর্জনকে অর্থবহ করতে হলে জাতীয় ঐক্য, পারস্পরিক সম্প্রীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জবাবদিহিতাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হতে পারে জুলাই বিপ্লবের প্রকৃত সফলতা।

সাঈদুর রহমান লিটন

জুলাই মানে

জুলাই মানে রক্তে রাঙা
স্বাধীন বাংলাদেশ,
জুলাই মানে এদেশ হতে
জুলুমকারী নিরুদ্দেশ।

জুলাই মানে বন্ধন ছিঁড়ে
দৃপ্ত পায়ে চলা,
আঁধার রাতের বক্ষ চিরে
আলোর প্রদীপ জ্বলা।

জুলাই মানে কণ্ঠে কণ্ঠে
সত্যের জয়গান,
অবিচারের দেয়াল ভেঙে
জাগুক নতুন প্রাণ।

জুলাই মানে সবাই সমান
বৈষম্য নেই কারো,
আঁধার-কালো ঠেলে দিয়ে
স্বপ্ন দেখো আরও ।

জুলাই মানে শান্তি-স্বপ্নে
সাজুক আমার দেশ,
ন্যায় আর ভালোবাসায় হোক
আগামীর বাংলাদেশ।

আলী আজম আকন

৩৬ জুলাই

জুলাইয়ের রক্তে ভেজা
নতুন ভোরের প্রারম্ভে,
আবু সাঈদ বুক পেতেছে
স্বৈরাচারের স্তম্ভে।

মীর মুগ্ধের পানির ডাক
এখনো কানে বাজে,
৩৬ জুলাই শেষ হলো তাই
বিজয়ের-ই সাজে।

ভাঙল শেকল, ফুটল হাসি,
স্বপ্ন হলো বোনা
নতুন এক স্বাধীন ভূমি
গড়ব মোরা সোনা।

তবুও আঁধার কাটে না তো
স্বপ্নেরা বন্দি আজও
রক্তে কেনা দেশটা আমার,
নতুন রঙে সাজো।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ বুধবার ॥ ০৫ আগস্ট ২০২৬ ॥ ২১ শ্রাবণ ১৪৩৩

হাসিনার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পৃক্ততা নেই: জয়সওয়াল

কীর্তনখোলা ডেস্ক

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাবিত মিডিয়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ)। একই সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে কোনো মতামত ২ এর পাতায় দেখুন

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত প্রায় শেষ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইরানের সঙ্গে পাঁচ মাস ধরে চলা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী তাদের অত্যন্ত নির্ভুল দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের বড় অংশ ব্যবহার করে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিনটি সূত্র। তাদের মতে, এতে ভবিষ্যতে ২ এর পাতায় দেখুন

লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত কুয়াকাটা মুখ থুবড়ে পড়ছে পর্যটন ব্যবসা

কুয়াকাটা প্রতিনিধি

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বেলাভূমি কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত। প্রকৃতি ও সমুদ্রের টানে প্রতিনিয়ত হাজারো পর্যটক ভিড় করেন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকত ও পর্যটনকেন্দ্র কুয়াকাটায়। পর্যটকদের নির্বিঘ্ন সেবা নিশ্চিত করতে নানা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ থাকলেও বিদ্যুৎ সরবরাহে নেই কোনো বিশেষ বরাদ্দ বা পৃথক ব্যবস্থা। জাতীয় গ্রিড থেকে চাহিদার তুলনায় প্রায় অর্ধেকেরও কম বিদ্যুৎ পাওয়ায় ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন পর্যটক, হোটেল-রিসোর্ট মালিক, রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত জেনারেটরের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক দিন ধরে কুয়াকাটায় প্রতিদিন অন্তত ১৫ থেকে ১৬ বার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এতে প্রায় দুই শতাধিক আবাসিক হোটেল-মোটেল, শতাধিক রেস্তোরাঁ এবং পর্যটনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ২ এর পাতায় দেখুন

বাটাজোড়-সরিকল খাল পুনঃখনন: ৭৬ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে

এস এম নয়ন, গৌরনদী

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাটাজোড়-সরিকল খাল পুনঃখনন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষি, সেচ, পানি নিষ্কাশন, মৎস্যসম্পদ ও পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে প্রকল্পের কাজ শেষে অব্যবহৃত ৭৬ লাখ ৯ হাজার ২৭৫ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দিয়ে সরকারি অর্থের সাশ্রয়ী ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে উপজেলা প্রশাসন। প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, খাল পুনঃখনন প্রকল্পে মোট ২ কোটি ৫৭ লাখ ৫২ হাজার ৭৭৫ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮১ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০ টাকা। অব্যবহৃত ৭৬ লাখ ৯ হাজার ২৭৫ টাকা সরকারি ২ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকের ওপর হামলায় সকল আসামিদের গ্রেফতার দাবি

গৌরনদী প্রতিনিধি

সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার সকল আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরিশালের গৌরনদী প্রেসক্লাবের পূর্ব ঘোষিত পাঁচ দিনের কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) বেলা বারোটার দিকে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। গৌরনদী প্রেসক্লাব চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদী বাসস্টান্ডের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করা হয়। শেষে গৌরনদী বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাব সভাপতি জহুরুল ইসলাম জহির। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি মো. গিয়াস উদ্দিন মিয়া, খোন্দকার মনিরুজ্জামান ২ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রদের দিয়ে খাতা মূল্যায়নের ভিডিও ভাইরাল, শিক্ষককে শাস্তি

রাঙ্গাবালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর ছোটবাইশদিয়া বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (বিএম) ইনস্টিটিউটে এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষার্থী সম্পৃক্ততার অভিযোগে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে মূল্যায়নের জন্য পাঠানো উত্তরপত্র কলেজের শিক্ষার্থীদের হাতে থাকার অভিযোগ ওঠার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও নিয়ে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। ঘটনার পর অভিযুক্ত পরীক্ষক, বাংলা বিভাগের প্রভাষক মো. রিপন হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। সোমবার (৩ আগস্ট) ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে একটি শ্রেণিকক্ষে বেঞ্চে বসে চারজন তরুণকে কয়েকটি উত্তরপত্র নিয়ে কাজ করতে এবং খাতায় লেখালেখি করতে দেখা যায়। স্থানীয়দের দাবি, ভিডিওতে থাকা চারজনই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী। জানা গেছে, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (বিএমটি) শাখা থেকে গত ৪ জুলাই জারি করা এক চিঠির মাধ্যমে বাংলা বিষয়ের (বিষয় কোড-২১৮১১) ২ এর পাতায় দেখুন

আগামী প্রজন্মের স্বার্থেই সংবিধান সংশোধন করা হবে: চিফ হুইপ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আগামী প্রজন্মের স্বার্থ ও দেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে সংবিধান সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম। এটি কোনো স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্যে নয় জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'সংবিধান সংশোধন আমরা এক বছর বা দুই বছরের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের জন্য করব, যাতে জনগণ এর সুফল পায়। সে জন্য সময়ের আকাঙ্ক্ষা, সময়ের পরিবর্তন এবং জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে আমরা সংবিধান সংশোধন করব।' মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকে ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন। চিফ হুইপ বলেন, সংবিধান একটি চলমান ও সময়োপযোগী দলিল। ২ এর পাতায় দেখুন

কাউখালীতে শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময়

কাউখালী প্রতিনিধি

পিরোজপুরের কাউখালীতে রঘুনাথপুর ইজিএস শিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবক ও সুধী সমাজের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ ই আগস্ট(মঙ্গলবার) সকাল ১১ ঘটিকার সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বলে জানা যায়। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এইচ এম দ্বীন মোহাম্মদের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, কাউখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান ২ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশ থেকে ৯ বস্তা সরকারি কম্বল উদ্ধার

উজিরপুর প্রতিনিধি

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া বন্দর এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ত্রাণের নয় বস্তা সরকারি কম্বল উদ্ধার করেছে উপজেলা প্রশাসন। সোমবার (৩ আগস্ট) স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কম্বলগুলো উদ্ধার করা হয়। উজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আলী সুজা জানান, খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসনের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে কম্বলগুলো উদ্ধার করে। পরে সেগুলো নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে রাখা হয়েছে। তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া কম্বলগুলোর ওপর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের লোগো রয়েছে। তার ধারণা, ৫ আগস্টের আগেই কেউ এগুলো সেখানে এনে রেখেছিল। কারা কম্বলগুলো সেখানে রেখেছে, তা তদন্ত করে বের করা হবে। তদন্ত শেষে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। স্থানীয়দের ভাষ্য, সোমবার দুপুরে গুঠিয়া ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয়ের উত্তর পাশে রাস্তার ধারে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় কম্বলগুলো পড়ে থাকতে দেখা যায়। টানা বৃষ্টিতে সেগুলো নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাদের দাবি, কম্বলগুলো আগে বাজার এলাকার একটি গোডাউনে রাখা ছিল। পরে সেখান থেকে বের করে রাস্তার পাশে রাখা হয়। ওই গোডাউনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাওন সজল বলেন, ঘরটি তার ছোট ভাই আতিকুর রহমানের, যিনি বর্তমানে দুবাইয়ে আছেন। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকা ঘরটি সংস্কারের সময় স্থানীয় একটি ক্লাব সেখানে কম্বলগুলো রেখেছিল। পরে ঘরটি ভাড়া দেওয়ার প্রয়োজন হলে ক্লাবের সদস্যরা কম্বলগুলো বের করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাস্তার পাশে রেখে যান। এ ঘটনায় তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলেও দাবি করেন তিনি।

গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু, স্বামী পলাতক

রাজাপুর প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুরে স্বামী ও শাশুড়ির নির্যাতনে চালে ব্যবহৃত কীটনাশক পান করে কুলসুম বেগম (৪৫) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। তবে নিহতের স্বজনদের দাবি, কুলসুমকে পিটিয়ে হত্যা করার পর ঘটনাটি ভিন্ন খাতে নিতে আত্মহত্যা বা কীটনাশক পানের 'নাটক' সাজানো হয়েছে। সোমবার (৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার শুক্তাগড় ইউনিয়নের জগাইরহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত কুলসুম বেগম ওই এলাকার মো. আবুল কালাম তাজেল আকনের স্ত্রী। ঘটনার পর থেকেই নিহতের স্বামী পলাতক রয়েছেন।

ইকড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবিরের ইন্তেকাল

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার ৪নম্বর ইকড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. হুমাউন কবির হাওলাদার (৫৫) গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটায় ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে,তিন মেয়েসহ, আত্মীয়স্বজন এবং অসংখ্যগুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি –জেপির চেয়ারম্যান, সাবেক মন্ত্রী,এমপি আনোয়ার হোসেন মঞ্জু,সাবেক এমপি ২ এর পাতায় দেখুন

যৌনকর্মীর ঘর থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালী শহরে যৌনপল্লির একটি ঘর থেকে রাসেল হাওলাদার (৪২) নামে এক মুদি ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (৩ আগস্ট) সন্ধ্যার পর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। রাসেল হাওলাদার পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার বাদুরা এলাকার রাজ্জাক হাওলাদারের ছেলে। তিনি পেশায় একজন মুদি ব্যবসায়ী। ওই যৌনকর্মী জানান, বিকেল ৪টার দিকে রাসেল তার কাছে যান। কিছু সময় একসঙ্গে থাকার পর হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছেন বলে জানান। এরপর তিনি পানি আনতে যান। ফিরে এসে দেখেন রাসেলের চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি আর কোনো কথা বলতে পারছেন না। এর আগেও রাসেল বিভিন্ন সময় তার কাছে সময় কাটাতে এসেছেন। খবর পেয়ে পটুয়াখালী সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

রাজাপুরে জমিজমা বিরোধের জেরে যুবতীকে মারধরের অভিযোগ

রাজাপুর প্রতিনিধি

রাজাপুরে জমিজমা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিরোধের জেরে এক যুবতীকে রাস্তায় ফেলে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (৪ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পশ্চিম কৈবর্তখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত যুবতীর নাম শাহনাজ আক্তার। তিনি উপজেলার কৈবর্তখালী-ফুলহার সীমান্ত এলাকার মো. শাহজাহান জোয়াদ্দারের মেয়ে। বর্তমানে তিনি রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভুক্তভোগী শাহনাজ আক্তার ও তার মা জানান, গত ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের সময় পশ্চিম কৈবর্তখালী এলাকায় তাদের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করে দখলে নেন একই বাড়ির মো. বারেক জোয়াদ্দারের ছেলে মো. ছিদ্দিক জমাদ্দার। সোমবার ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের জন্য মেরামতের কাজ শুরু করেন তিনি। এ খবর পেয়ে বিকেলে শাহনাজ আক্তার ঘটনাস্থলে গিয়ে বাধা দিলে ছিদ্দিক জমাদ্দার ও তার স্ত্রী আসমা বেগম ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে রাস্তায় ফেলে মারধর করেন বলে অভিযোগ করা হয়। এ সময় রাস্তার ইট দিয়ে তার মুখমণ্ডলসহ শরীরের ২ এর পাতায় দেখুন

ভোলায় স্বৈরাচারমুক্ত দিবস উদযাপন, ছাত্র-জনতার আনন্দ মিছিল

ভোলা প্রতিনিধি

স্বৈরাচারমুক্ত দিবস' উপলক্ষে ভোলায় ছাত্র-জনতার উদ্যোগে একটি আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সকালে ভোলা ইলিশা সড়ক চত্বর থেকে ভোলার সর্বস্তরের ঐক্যবদ্ধ ছাত্রজনতার মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট ভোলায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এলাকা ছেড়ে চলে যান। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে প্রতিবছর দিনটিকে 'ভোলা স্বৈরাচারমুক্ত দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এ সময় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, শিক্ষার্থী এবং আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা মিছিলে অংশ নেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জুলাই রেভোলিউশন আহ্বায়ক ইসরাফিল হুসাইন জাবির, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ভোলা জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক রশিদ আহমেদ, ভোলা জেলা ছাত্রশক্তি সভাপতি মোহাম্মদ ২ এর পাতায় দেখুন

বাউফলে লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ জনজীবন

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফলে তীব্র বিদ্যুৎ লোডশেডিংয়ে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। একদিকে লোডশেডিং অন্যদিকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগও উঠেছে। ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে থমকে গেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। বরফকল ও করাতকল বন্ধ থাকায় কাজ হারিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন অনেক শ্রমিক, আর প্রতিদিন আর্থিক লোকসান গুনছেন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিকরা। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ল্যাবের কার্যক্রম প্রায় বন্ধ। ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাসাবাড়িতে ফ্রিজ, টেলিভিশন ও পানির মোটরসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ঘন ঘন বিদ্যুৎ আসা-যাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শিশু, বৃদ্ধসহ অনেকে বিদ্যুৎবিহীন গরমে অসুস্থও হয়ে পড়ছেন। তার ওপর আবার মাস শেষে বর্ধিত মূল্যের বিদ্যুৎ বিল দেওয়াকে গ্রাহকরা বলছেন 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। বাউফল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) ২ এর পাতায় দেখুন

জেলের জালে দেড় মণ ওজনের তবল মাছ, ৬৬৬ টাকা কেজিতে বিক্রি

কুয়াকাটা প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে জেলের জালে ধরা পড়েছে ৫৪ কেজি ওজনের তবল মাছ। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সকালে ধরা পড়া ওই মাছ মহিপুর মৎস্য বন্দরে নিয়ে আসা হলে তা দেখতে উৎসুক মানুষের ভিড় জমে যায়। জেলে সূত্রে জানা গেছে, এফবি সালমা করিম নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারে মাছটি ধরা পড়ে। পরে মহিপুর মৎস্য বন্দরে আঁখি ফিশ ও তহুরা ফিশ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাছটি ব্যবসায়ী রুবেল ঘরামী প্রায় ৩৬ হাজার টাকায় কিনে নেন। এতে মাছটির প্রতি কেজির দাম দাঁড়ায় প্রায় ৬৬৬ টাকা। স্থানীয়ভাবে তবল মাছ ট্রেভ্যালি মাছ নামে পরিচিত। কুয়াকাটা অঞ্চলে এটি তবলি, বগা কিংবা খাঁদিয়া নামেও পরিচিত। মাছটি সুস্বাদু, প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং তুলনামূলক কম কাঁটাযুক্ত হওয়ায় ভোক্তাদের কাছে এর চাহিদা রয়েছে। মৎস্যজীবীরা জানান, বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে এ প্রজাতির মাছ পাওয়া গেলেও এত বড় আকারের তবল মাছ খুব একটা ধরা পড়ে না।

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ, কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কম্পিউটারের সবকিছুই আপনার নাগালে
ঈশিতা কম্পিউটার
All Kinds Of Computer Solution, Accessories Selling, Training & Digital Photography
উপজেলা রোড, আগৈলঝাড়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১৩৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com